

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

193281 - আল্লাহর মাস 'মুহররম'-এ বয়ি করা মাকরুহ হওয়া মর্মে যে সব কথাবার্তা ছড়ানো হচ্ছে

প্রশ্ন

'মুহররম' মাসে বয়ি করা কি মাকরুহ; যমেনটি আমি কিছু লোকের কাছে শুনছি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

'মুহররম' মাসে তথা যে মাসটি চন্দ্র বছরের প্রথম মাস; সে মাসে বয়ি করতে বা বয়িরে প্রস্তাব দিতে কোন অসুবিধা নাই। এটি মাকরুহও নয়; হারামও নয়। এ সংক্রান্ত অনেকে দলিলের কারণে:

এক:

বৈধতা ও দায়মুক্ততার মূল বধিানে ভিত্তিতে; যে ক্ষেত্রে এমন কোন দলিল উদ্ধৃত হয়নি যা মূল বধিানকে পরবিত্তন করতে পারে। আলমেদের মাঝে মতকৈয়পূরণ একটি নীতি হল: "অভ্যাস ও কর্মগুলোর মূল বধিান হল বৈধতা; যতক্ষণ না নিষিদ্ধতার দলিল উদ্ধৃত হয়"। যহেতে কুরআন-হাদিসে, আলমেদের ইজমা-কিয়াসে এবং সলফে সালহীনদের উক্তিতে এমন কিছু উদ্ধৃত হয়নি যা 'মুহররম' মাসে বয়ি করতে বাধা দেয়; সুতরাং মূল বৈধতার বধিানে উপর আমল করা হবে ও ফতোয়া দেওয়া হবে।

দুই:

বৈধতার পক্ষে আলমেগণের ইজমা রয়েছে; নদিনে পক্ষে সটো ইজমা সুকুতী (নিরবতামূলক ইজমা)। যহেতে আমরা সাহাবায়ে করোম, তাবয়ীন, গ্রহণযোগ্য ইমাম এবং আমাদের যামানা পর্যন্ত তাদের অনুসরণকারী পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি এমন কোন আলমে পাইনি যিনি 'মুহররম' মাসে বয়ি করাকে বা বয়িরে প্রস্তাব দয়াকে হারাম বলছেন কিংবা মাকরুহ বলছেন।

যে ব্যক্তি এ মাসে বয়ি করা থেকে বারণ করেন তার কথা বাতলি ও অশুদ্ধ হওয়ার জন্য দলিল হিসেবে এটাই যথেষ্ট যে এটি এমন ফতোয়া যতের পক্ষে কোন দলিল নাই এবং কোন আলমেরে বক্তব্য নাই।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তনি:

'মুহররম' মাস একটি সম্মানতি ও মর্যাদাবান মাস। এ মাসেরে ফযলিতরে ব্যাপারে উদ্ধৃত হয়ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: "রমযান মাসেরে পর সবচয়ে উত্তম হচ্ছ মুহররম মাসেরে রোযা।"[সহি মুসলিমি (১১৬৩)]

যে মাসকে আল্লাহ্নজিরে দকি সম্বোধতি করছেন (شهر الله المحرم - আল্লাহর মুহররম মাস) এবং যে মাসে রোযা রাখা অন্য মাসে রোযা রাখার চয়ে অধিক সওয়াবপূর্ণ এমন মাসে এ ধরণের কাজেরে ক্ষতেরে বরকত ও মর্যাদা সন্ধান করা যুক্তযুক্ত। এমন মাসে বযিদগ্রস্ত থাকা, বযি়ে করতে ভয় পাওয়া ও বযি়ে করাকে অশুভ মনে করা ঠিক নয়; যা হচ্ছ জাহলৌ কুসংস্কার।

চার:

যদি কটে এই বলে দলি দতি চায় যে, এ 'মুহররম' মাস হচ্ছ এমন মাস যে মাসে হুসাইন বনি আলী (রাঃ) শাহাদাত বরণ করছেন; যমেনটি কিছু রাফযেরি করে থাকে; তাহলে তাকে বলা হবে: নঃসন্দহে তাঁর শাহাদাতেরে দনি ইসলামেরে ইতিহাসে একটি অপূরণীয় ক্ষতরি দনি। কিন্তু তা সত্ববে সটে সেই দনি বযি়ে করা বা বযি়েরে প্রস্তাব দয়ো হারাম হওয়াকে আবশ্যক করে না। আমাদরে শরযিতেরে প্রতি বছর বযিদকে নবায়ন করা ও শোককে এভাবে জারী রাখা যাতেরে সটে আনন্দেরে প্রকাশককে বাধাগ্রস্ত করে এমন কিছু নাই।

যারা এমন বক্তব্য দচ্ছন আমাদরে এ অধিকার রয়ছে যে, তাদরেকে জিজ্ঞেসে করব: যাই দনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গছেন সেই দনি কি উম্মতে মুসলিমির উপর এর চয়ে বড় মুসীবত অবতীর্ণ হয়নি! তাহলে সেই গটেটা রবউল আউয়াল মাসে কনে বযি়ে করা হারাম করা হয় না?! কনে সাহাবী থেকে, নবী পরবারেরে কনে সদস্য থেকে কথিবা তাদরে পরবর্তী কনে আলমে থেকে এটি হারাম হওয়া বা মাকরুহ হওয়ার মরমে কনে উদ্ধৃতি বরণতি হল না কনে!!

এভাবে আমরা যদি যাই দনিই কনে নবী পরবারেরে সদস্য বা অন্যদেরে মধ্য থেকে কনে বড় ইমামেরে মৃত্যুতে বা শাহাদাতেরে প্রক্ষেপতি আমরা শোককে নবায়ন করতে থাকি তাহলে আনন্দ ও খুশরি দনি ও মাসগুলো সংকীর্ণ হয় যাবে এবং মানুষ এমন সংকটে পড়ে যাবে যা থেকে উত্তরণেরে শক্তি তাদরে নাই। কনে সন্দহে নাই ধর্মীয় ক্ষতেরে নতুন প্রবর্তনেরে অনষ্টি সর্বপ্রথম প্রবর্তনকারীদের উপরে বর্তায়; যারা শরযিতেরে বরখলোফ করে এবং শরযিত পরপূর্ণ হওয়া ও আল্লাহর মনোনীত হওয়া সত্ববে তারা এতে সংশোধনী দতি আসে।

কনে কনে ঐতিহাসিকি উল্লেখ করছেন যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এ অভিমত প্রকাশ করছেন; বরং সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মুহররম মাসে শুরুতে শোকাবহ দৃশ্যগুলো নবায়ন করার প্রথা চালু করছেন- শাহ ইসমাইল আস-সাফাভী (৯০৮-৯৩০হঃ)। ঠিকি যমেনটি উল্লেখ করছেন ড. আলী আল-ওয়ারদী "লামহাতুন ইজতমাইয়্যা ফিতারখিলি ইরাক্ব" গ্রন্থে (১/৫৯): শাহ ইসমাইল শিয়া মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে কেবল ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে কমান্ত থাকেনি; বরং আরও একটা মাধ্যম গ্রহণ করছেন। সটো হচ্ছে প্রচারণা ও তুষ্টকরণের মাধ্যম। তিনি হুসাইন (রাঃ) এর হত্যা-বার্ষিকী উদযাপনের নর্দিশে দনে ঠিকি য়ে পদ্ধততি বর্তমানে পালতি হচ্ছে সে পদ্ধততি। ইতপূর্বে হজিরী চতুর্থ শতকে বাগদাদে বুওয়াইহদি (Buwayhid) রাজাগণ এ অনুষ্ঠান উদযাপন করা শুরু করছিলেন। কনিতু তাদরে পরবর্তীতে এটি উপক্ষেতি হয় এবং এর গুরুত্ব হ্রাস পায়। অবশেষে এলনে শাহ ইসমাইল। তিনি এ অনুষ্ঠানের আরও উন্নয়ন করেন, এর সাথে তাযিয়া (শোক)-র বঠৈকগুলো যুক্ত করেন; যাতে করে এ অনুষ্ঠান দলিরে উপর শক্তিশালী প্রভাব তরী করে। এ কথা বললেও ঠিকি হবে য়ে: ইরানে শিয়া মতবাদে বসিতার লাভে এটাই ছিল প্রধান চালকশক্তি। কনেনা এর মধ্যে বযিদ ও কান্নার বহঃপ্রকাশ, ব্যাপক হারে পতাকা উড়ানো ও তবলা বাজানো ইত্যাদি কর্মগুলো অন্তরে গভীরে বশ্বাসকে প্রোথতি করে এবং হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন তন্ত্রীগুলোর উপর আঘাত হানে।"[সমাপ্ত]

পাঁচ:

কোন কোন ঐতিহাসিকি ফাতমি (রাঃ) এর সাথে আলী (রাঃ) এর ববাহ হজিরী তৃতীয় সালরে প্রথম দকি অনুষ্ঠতি হওয়ার অভ্যিতকে প্রাধান্য দয়িছেন।

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন:

"ইবনে মানদা" রচতি 'আল-মারফি' গ্রন্থ থেকে বাইহাকী উদ্ধৃত করছেন য়ে, আলী (রাঃ) ফাতমি (রাঃ) কে বয়ি করছেন হজিরতরে এক বছর পর এবং তার সাথে ঘর সংসার শুরু করছেন অন্য বছর। অতএব, আলী (রাঃ) ফাতমি (রাঃ) এর সাথে বাসর করছেন তৃতীয় হজিরীর প্রথম দকি।"[আল-বদায়া আন-নহিয়া" (৩/৪১৯) থেকে সমাপ্ত]

এ মাসয়ালায় আরও কিছু কথাবার্তা রয়ছে। কনিতু এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল কোন আলমে মুহররম মাসে বয়ি করার বপিক্ষে বলেননি। বরং য়ে ব্যক্তি মুহররম মাসে বয়ি করবে তার জন্য আমীরুল মুমনীন আলী (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কণ্যা সাইয়্যদো ফাতমি (রাঃ) এর ববাহরে উত্তম আদর্শ রয়ছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।